ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স - ১৪৭২
আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

বিধানসভা সংবাদ

জনগণের উপর করের বোঝা চাপানো সরকারের উদ্দেশ্য নয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

জনগণের উপর করের বোঝা চাপানো রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য নয়। কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে তা দূর করে সমস্ত নগর নিগমের মধ্যে সমতা আনা রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী এবং বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের জনস্বার্থে আনা একটি জরুরী নোটিশের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, ২০১৬ইং-এর পর নগর উন্নয়ন দপ্তর সম্পদ কর সংশোধন বা সমতা আনার কোন কাজে হাত দেয় নি। অন্যদিকে নগর এলাকার সম্প্রসারণ, নগর পরিচ্ছন্ন রাখা, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট সংস্কার, পয়ঃপ্রনালী ব্যবস্থাপনা, বাজার হাট পরিচ্ছন্ন রাখা, স্ট্রীট লাইট-এর ব্যবস্থা এবং ভারী মেশিন সমূহ ক্রয় করা ইত্যাদি বাবদ স্থানীয় নগর সংস্থাগুলির ব্যয় অনেকগুণ বেড়ে গেছে। উপরন্তু বিভিন্ন স্থানীয় নগর নিগমগুলির মধ্যে সম্পদ করের কোন সমতা ছিল না।

যেমন আমবাসা পুর পরিষদে ১০০০ বর্গ ফুট পাকা বিল্ডিং-এর জন্য সম্পদ কর যেখানে ১২৪০ টাকা, সেখানে উদয়পুর পুর পরিষদে ৬৬০ টাকা এবং ধর্মনগর পুর পরিষদে ৪০০ টাকা। বর্তমানে সমতা এনে করা হয়েছে ৯০০টাকা। তাছাড়া, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে ১০০০ বর্গ ফুট পাকা বিল্ডিং-এর জন্য সম্পদ কর হল ৭০০ টাকা এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে তা ২৮০ টাকা। বর্তমানে সমতা এনে করা হয়েছে ৮০০ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা মিউনিসিপাল (এসেসমেন্ট এন্ড কালেকশন অফ প্রপার্টি টেক্স) রুলস এর ৭নং রুলস অনুসারে প্রত্যেক স্থানীয় নগর সংস্থাগুলি তাদের এলাকার সমস্ত সম্পদকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করতে হবে। সেই অনুসারে এলাকার আয়তন এবং জনসংখ্যা অনুসারে আগরতলা পুর নিগমকে ৪টি জোনে এবং অন্যান্য নগর সংস্থাগুলিকে ২টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের চারটি জোনের মধ্যে প্রথম তিনটি জোনে সম্পদ কর সামান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে সম্পদ কর সংশোধন ও বিভিন্ন নগর নিগমগুলির মধ্যে সমতা আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই নগর উন্নয়ন দপ্তর ২৮/৮/২০১৯ ইং একটি নোটিফিকেশন মূলে সম্পদ কর সংশোধন করে এতে সমতা আনার চেষ্টা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ১৩ হাজার কোটি টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এরপরও রাজ্য সরকার নাগরিকদের পরিষেবা দেবার বিষয়টির দিকে নজর রেখেছে। অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে প্রত্যেকের বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। আগে যেখানে জলের সংযোগ দেবার জন্য কর্পোরেশন থেকে ১৫০০ টাকা নেওয়া হত এখন তা মকুব করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও কারুর লোকসান হবেনা। বরং এতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। কারণ তাদের বারংবার ট্যাক্স প্রদানের জন্য দৌড়াতে হবেনা। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় টার্ন ওভারের উপর কর প্রদান করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্বত্র সম্পদ কর সংগ্রহের বিষয়টিতে সমতা আনার সিদ্ধান্ত হওয়ায় কিছু জায়গায় কর যেমন সামান্য বাড়বে তেমনি কিছু জায়গায় কমবেও।

****